R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ব্লকমেকার্স, ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ই মাঘ, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
২২শে জানুয়ারী, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

আশ্রয়ের সন্ধানে

বিশেষ প্রতিনিধি, জঙ্গিপুর, ২২ জানুয়ারী—কীর্তিনাশার ভয়ঙ্কর ভাঙনে সর্বস্ব খুইয়ে রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের তেঘরী অঞ্চলের ১০৩, বড়শিমূলের ১৭০, মিঠিপুরের ১৬, সেকেন্দ্রার ১০ ও আরও প্রায় ১৫০ পরিবার সাময়িকভাবে আশ্রয় নেন এ্যাফলাকস্ বাঁধে। কিন্তু সীমানা চিহ্নিত না থাকায় ব্লকের সঙ্গে বিরোধ বাধে পুরসভার। কে ওঁদের ভার নেবেন, পুরসভা না উন্নয়ন সংস্থা? অবস্থাটা দাঁড়ায় নো ম্যানস্ ল্যানডের মত। ওঁরা পুরসভায় আসতে চান; রেশন, জল ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা পেতে চান। কিন্তু পুরসভায় আসতে হলে মাটির মালিক হতে হবে। ও রকম অস্থায়ী ছাউনি হলে তো চলবে না! মাটির মালিক না হলে কর নেওয়া সম্ভব নয়। কাজে কাজেই পুরসভা ওঁদের আশ্রয় দিতে পারেন না। এর পর ওঁরা গেলেন দু'নম্বর ব্লকে খয়রাতি সাহায্যের জন্য। সেখান থেকে নো ম্যানস্ ল্যানডের লোক বলে ওঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল এক নমবর ব্লকে। সেখান থেকে পুরসভায়। পুরসভা থেকে আবার ফেরত পাঠানো হ'ল দু'নম্বর ব্লকে। অঞ্চলও ওঁদের আর নিলেন না। গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে এবার মহকুমা শাসক নিজেই এগিয়ে এলেন। মাস দুয়েক আগে এক বৈঠকে সীমানা চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব দিলেন ভূমি সংস্কার এবং উন্নয়ন সংস্থাধিকারিকদের। তাঁরা কিছুদিন আগে সারভের পর ব্লক ও পুরসভার এলাকা চিহ্নিত করে দিলেন। এবার ২৯৯ পরিবারের খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন দু'নম্বর ব্লক। কারণ ওই ২৯৯ পরিবার সীমানা চিহ্নিতকরণের পর তাঁদের এলাকায় পড়লেন। আর কিছু করলেন এক নম্বর ব্লক। কিন্তু তবুও প্রায় ১৫০ পরিবার থেকে গিয়েছেন পুর এলাকায়। সীমানা নিয়ে কোন গোলমাল নাই—পুরসভা এই কথা বল্লেও ওই ১৫০ গৃহহারা পরিবারের কি হবে? কে নেবে ওঁদের দায়িত্ব? কে দেবে ওঁদের আশ্রয়? এই প্রশ্নগুলো যখন পদ্মার ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খেয়ে সীমানা বরাবর আছড়ে পড়ছে, তখন একটু আশার আলো দেখা গেল রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে। জানা গেল, গঙ্গা ভাঙনে গৃহহারাদের পুনর্বাসনের জন্য পাঁচ লক্ষ ছিয়াশি হাজার দুশ' টাকার সরকারী অনুদান মঞ্জুর হয়েছে এবং রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লক আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই কোমর বেঁধে সেই অনুদান নিয়ে পুনর্বাসনের কাজে নামছেন।

ত্যাগ ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন বিপ্লবী রামকুমার সেন

সত্যনারায়ণ ভকত ঃ 'ত্যাগ ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন বিপ্লবী রামকুমার সেন'—জঙ্গিপুর মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কর্ণধার বিপ্লবী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আরও খবর—আরও চমক

বিশেষ প্রতিনিধি, ২২ জানুয়ারী—কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের রদবদল ও প্রার্থী মনোনয়ন ও দলত্যাগের আরও কয়েকটি খবর পাওয়া গিয়েছে গত সপ্তাহে। যা জঙ্গিপুর মহকুমা তথা মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতিতে রীতিমত চমকপ্রদ এবং যে সব খবরে বিভিন্ন স্তরের কংগ্রেসী নেতারা বা এম-এল-এ'রা বা ক্ষমতালোভীরা এখন থেকেই রীতিমত চিন্তিত।

কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল, সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্র দু'ভাগ হচ্ছে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে, আরও বড় ধরণের রদবদল হচ্ছে। যেমন তপশীল উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্রটি সাধারণ কেন্দ্র হচ্ছে। নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রকে তপশীল উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং ওই কেন্দ্রের আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ পুরসভাসহ আরও কয়েকটি অঞ্চল সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আর সাগরদীঘির মোরগ্রাম, বন্যেশ্বর, জরুর, জামুয়ার, মির্জাপুর এবং সুতী ও জঙ্গিপুরের

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢালাও প্রমোদকর ফাঁকি নাকি টিকিট সঙ্কট?

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২০ জানুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের প্রেক্ষাগৃহ দুটিতে ছবি প্রদর্শনের জন্য দর্শকদের কাছ থেকে বেশ কিছুদিন ধরে প্রমোদকরের টিকিট ছাড়াই হাজার হাজার টাকার প্রমোদকর আদায় করা হচ্ছে। জঙ্গিপুরের গণেশ টকীজে রেভিনিউ টিকিটের পরিবর্তে একটি রাবার ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়েছে যার লেখা বহু চেষ্টা করেও পড়া সম্ভব হয়নি। রাবার ষ্ট্যাম্পটি কোন্ অফিসের, এর মূল্য কত, এইভাবে আদায়কৃত প্রমোদকর সরকারের তহবিলে ঠিকমত জমা পড়ছে কিনা—জনসাধারণের মধ্যে এই সব প্রশ্ন দানা বেঁধেছে।

রঘুনাথগঞ্জের ছায়াবাণী সিনেমাতেও অনুরূপভাবে ১৫ পয়সা মূল্যের টিকিট ছাড়াই প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিটি টিকিটে দর্শকদের কাছ থেকে প্রমোদকর যথারীতি আদায় করা হয়েছে। যদিও এর কোন উপযুক্ত কারণ দর্শানো হয়নি। দুটি প্রেক্ষাগৃহেরই কয়েকদিনের বেশ কিছু টিকিট আমাদের কাছে এসে পৌঁছেচে। প্রমোদকরের টিকিট প্রেক্ষাগৃহের টিকিটে লাগানো নেই কেন? বুকিং-এ টিকিট বিক্রীরত বুকিং ক্লারক এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেননি। আমি আশে পাশে টিকিট পরিদর্শনের জন্য গতকাল কোন পরিদর্শককেও দেখতে পাইনি। তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন জেগেছে, এইভাবে টিকিটের বিক্রয়লব্ধ প্রমোদকর সরকার পাচ্ছেন তো?

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
স্বর্ণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন

এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেণ্ট

ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা

(জেনারেল মার্চেণ্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)

পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই মাঘ বুধবার, সন ১৩৮১ সাল।

॥ আবেদন ॥

৺দাদাঠাকুর প্রবর্তিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জঙ্গিপুর সংবাদ' দীর্ঘদিন ধরিয়া 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'-র মধ্য দিয়া মহকুমার মানুষের সেবা করিয়া আসিয়াছে। অত্যন্ত সীমিত শক্তি ও স্বল্প সাধ্যকে পাথেয় করিয়া সে যাত্রা শুরু করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ব্রত ছিল সর্বস্তরের মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ন্যায়-অন্যায় ও নিন্দা-প্রশংসা বলিষ্ঠ ও নির্ভীক কণ্ঠে প্রকাশ করা। স্ব নিষ্ঠায় সেই ব্রত পালনে কোন দ্বিধা ছিল না বলিয়াই পত্রিকাখানি আজিও অব্যাহতভাবে আপন কর্তব্য করিতে সমর্থ।

৺দাদাঠাকুরের জীবদ্দশাতেই পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার পান তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত মহাশয়। তিনি পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। যথার্থ সাংবাদিকের বলিষ্ঠ ভূমিকা লইয়া বিনয়বাবু অপ্রিয় সত্যকে প্রকাশ করিতে ও অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাইতে কোনদিন কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাহার ফলে মাঝে মাঝে তাঁহাকে যদি বা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তবু আপন আদর্শের পথে তিনি অটল ছিলেন।

বিগত দুই বৎসর হইতে বিনয়বাবু দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতায় কষ্ট পাইতেছেন। তৎসত্ত্বেও পত্রিকা-সম্পাদনার কাজ এতদিন করিতেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব না হওয়ায় 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর সম্পাদনা, প্রকাশনা ও পরিচালনার দায়িত্ব আমাকে দিয়াছেন। পিতার প্রদর্শিত পথ এবং পৈতামহ সংস্কার লইয়া আমি পত্রিকার জন্য আত্মনিয়োগ করিবার অঙ্গীকার করিতেছি। আমার পিতা ও পিতামহ যেভাবে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সম্পাদনা করিয়াছেন, এখানে আমার আদর্শ হিসাবে তাহার উল্লেখ করিলাম। তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবার সঙ্কল্প লইয়া আমিও কর্তব্য করিয়া যাইব। মহকুমার সর্বস্তরের মানুষের কথা তুলিয়া ধরিতে আমি সচেষ্ট থাকিব। কিন্তু আমার একক প্রচেষ্টায় তাহা সম্ভব নহে। এই পত্রিকার পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপন-দাতা ও শুভানুধ্যায়ীরাই মূল শক্তি। কাজেই তাঁহাদের সমবেত সহযোগিতা ও সাহায্যপুষ্ট হইয়া প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি তাহার পথচলাকে যেন অব্যাহত রাখিতে পারে, তাহার জন্য আমি সকলকে অনুরোধ জানাইতেছি।

স্মৃতিচারণ

বিপ্লবী রাম সেন চলে গেল। যাবার ডাক এসেছিল তাই সংগ্রামী রাম, নির্যাতিত রাম, সুখে-দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্তের রাম জঙ্গিপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তার নাম লিখিয়ে চলে গেল। দুঃখ করব না, কেন না সে ত অমর হয়েই রইল আমাদের মাঝে। সত্যই সে ছিল নির্লোভ ও ত্যাগী মানুষ। ক্ষীণকায় ভগ্নস্বাস্থ্যের এই মানুষটির সন্নিধানে যিনিই এসেছেন তিনিই তার তৃণাদপি কোমল স্বভাব অথচ সঙ্কল্পে দৃঢ় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় পেয়েছেন। কোন প্রলোভনই কোনদিন তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারেনি; সস্তায় রাজনীতিতে বাজিমাৎ করার ঘোর বিরোধী ছিল সে। দেশ সেবার বিনিময়ে আজীবন আর্থিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে সে, দৈহিক কষ্টের ত কথাই নেই। তবুও পরিণত বয়সে সাংসারিক কর্তব্য ও দায়দায়িত্বপালনে বিন্দু-মাত্র ত্রুটি ছিল না তার। স্ত্রীর মৃত্যান্তে পুত্রকন্যাদের আদর্শ পিতা ও পালনকর্তা ছিল। শুধু তাই নয়, নিঃস্ব ও দরিদ্রের প্রতি দয়া ও মমত্ববোধ তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এর পরিচয় আমি বহুবার বহুভাবে পেয়েছি। এহেন লোকটি অন্ধ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেল। কিন্তু হায়! তার মরদেহ এখানে আনার সময় অন্যত্র থাকায় আমি 'মামা'-বলে-ডাকা তার চাঁদ মুখখানি শেষ-বারের মত দেখতে পাইনি। আরো দুর্ভাগ্য আমার, এক অপ্রত্যাশিত ও অনিবার্যকারণে পুরসভা ভবনে আহুত তার স্মৃতিসভাতেও উপস্থিত হতে পারিনি। তাই অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে আপনার পত্রিকা মারফতে আমার দু'একটি কথা সকলকে জানাতে চাই।

দশের জন্য রাম দেহপাত করে গেল। প্রতিদানে কীভাবে আমরা তার ঋণ শোধ করব? পুরসভার নিকট আমার নির্বন্ধ অনুরোধ; তাঁরা রামের নামে শহরের একটি রাস্তা উৎসর্গ করুন, যেন জঙ্গিপুরের সকলের মনে তার কথা চির জাগরূক থাকে। —রোহিণীকুমার রায়

ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্রপরিষদ জয়ী

অরঙ্গাবাদ, ১৮ জানুয়ারী—আজ স্থানীয় ডি এন কলেজের নৈশ বিভাগে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ১৮টি আসনের মধ্যে ১৫টি আসন লাভ করে ছাত্র পরিষদ প্রার্থীরা। বাকী ৩টি আসন পায় এস-এফ-আই। পি-এস-ইউ একটিও আসন লাভ করতে পারেনি। সাধারণ সম্পাদকের পদে মোস্তাফা হোসেন ও সহ-সভাপতির পদে নির্বাচিত হন প্রশান্তকুমার সেন

বিতর্ক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

সাগরদীঘি থানা কালচারাল কমিটির উদ্যোগে ১১ ও ১২ জানুয়ারী সাগরদীঘি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাগরদীঘি থানা আন্তঃ বিদ্যালয় বিতর্ক ও কবিতা-আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 'গ্রামীণ জীবনের উন্নতি ভারতের সার্বিক উন্নতির একমাত্র পথ'—এই বিষয়বস্তুর পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্কের জন্য ১ম, ২য় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছ'জন এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগের তিনজন ও 'খ' বিভাগের তিনজন স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। এ ছাড়াও অংশগ্রহণকারী চারটি স্কুলের প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম দিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা স্কুল পরিদর্শক অদিতিকুমার রায়।

দাদাঠাকুর সরণী: ১২ জানুয়ারী দাদাঠাকুরের নামে জঙ্গিপুর পুরভবন থেকে বিবেকানন্দ সরণী পর্যন্ত পাকা সড়কটির নামকরণ করা হয় 'দাদাঠাকুর সরণী'।

হর্ষবর্জন

—শ্রীবাতুল

সন্দেশ পর্ব

বাচস্পতি মশাই আশীর্বচন ঝাড়ার হকদার। তাই 'উল্টাপুরাণ'কে সোজা করেই রেখেছেন। আর সত্যানন্দ-দিলদার-ঠাকুরদাস—এঁরা হলেন শর্মা ব্যক্তি। এঁদের দরবারে নিজেকে অপাংক্তেয় ভেবে শ্রীবাতুল হর্ষ বর্জন করেছিল। আশঙ্কা ছিল, পালা বদলের পালায় চাকরিটা গেল। ঢুলুনি কাটল অর্বাচীন সম্পাদক-প্রেরিত সন্দেশে। প্রাক্তন সম্পাদক মহাশয় তাঁর সুদীর্ঘ কর্মকালে অধমকে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। নবীনের কাণ্ডে ভরসা পেলাম, বাতুলতাকে তিনিও ক্ষ্যামাঘেন্না করবেন। বিদায়ী সম্পাদক মহাশয়কে প্রণাম এবং নবব্রতকে হার্দিক অভিনন্দন শ্রীবাতুলের।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

লেভিতে উপরি

সাগরদীঘি থানার ডি-পি এজেনট রঘুনাথপ্রসাদ ভকত ও শঙ্করপ্রসাদ ভকত লেভির ধান ওজন করার সময় কুইনটালে দু'কেজি ক'রে চলতা বা বাড়তি ধান আমাদের কাছ থেকে আদায় করেছেন এবং বাড়তি ধান না দিলে লেভির ধান নেওয়া হবে না বলে লেভি দাতাদের হুমকি দিচ্ছেন। আমরা খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি। —হাজি মহঃ রফিউদ্দিন ও ডাঃ আসমতুল্লা, হরহরি, মুর্শিদাবাদ।

হাসপাতালে মধুচক্র কেলেঙ্কারী

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে এক শ্রেণীর কর্মচারীর মদতে স্থানীয় কিছু ভোমরার গুন গুন শব্দে নারস্‌দের কোয়ারটারের বাতাস প্রায় প্রতি রাত্রেই ভারী হয়ে উঠছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। কয়েকজন নারস্‌ও নাকি সেই মধুচক্রের আসরকে মাতিয়ে রেখেছেন। এ ছাড়াও হাসপাতালেরই জনৈক কর্মীর মদ মত্ততায় রাত্রে সেখানে টেকা দায় বলেও অভিযোগ।

হিলোড়া থেকে আমাদের সংবাদদাতা লিখেছেন, গত ১৫ জানুয়ারী সেখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বংশবাটী ও হারোয়া অঞ্চলের সমবেত জনতার সামনে নারস্ ডলি দে, তৃপ্ত বাগচী ও জি-ডি-এ ষষ্ঠী মজুমদারের ব্যাভিচারের জন্য এক গ্রাম্য বিচারসভা বসানো হয়। ওই নারস্‌দের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা গ্রামের কিছু লোকের সঙ্গে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পবিত্রতা নষ্ট করছেন এবং জি-ডি-এ'র বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে গ্রামের বাসিন্দা হয়েও ব্যাভিচারে নারস্‌দের মদত জুগিয়েছে এবং গ্রামের কিশোর ও তরুণদের অসামাজিক কাজে লিপ্ত করেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক কৃষ্ণচন্দ্র বারুই তাদের সাবধান করায় ১৪ জানুয়ারী রাত্রে তারা ওই চিকিৎসকের ঘরের তালা ভাঙে এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ওই বিচারসভা বসানো হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে সংশ্লিষ্ট তিনজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ বদলির জন্য একটি স্মারকলিপি জেলা মুখাস্বাস্থ্য আধিকারিক ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। একজন নারস্ দোষ স্বীকার না করায় হাট-বাজার থেকে তাঁকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শেষ খবর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দুই নারস্‌ই গত রাত্রে চম্পট দিয়েছেন।

আবার ডেটলাইন বাসুদেবপুর

বাসুদেবপুর, ১৮ জানুয়ারী—তিয়াত্তরের সতের নভেম্বর যে বাসুদেবপুরে পুলিশের বন্দুক গর্জে উঠেছিল, রক্ত ঝরেছিল, সেই বাসুদেবপুর আজ আবার নিজেই গর্জে উঠে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঘটনাটি ঘটে দুপুরে। জাতীয় সড়কে দ্বিজ নামে একজনকে চাপা দিয়ে একটি ট্রাক পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে জনতা লেভেল ক্রশিং-এর ফটক বন্ধ করে দিয়ে তার গতিরোধ করে এবং দুর্ঘটনা যাতে আর না ঘটে ও দুর্ঘটনার পর কোন ট্রাক যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য পুলিশ পিকেট বসাবার দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। ট্রাক চালককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এস-ডি-পি-ও'র হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্বে এলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

বাস-ট্রাক সংঘর্ষ : গতকাল সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জের মঙ্গলজনে জাতীয় সড়কে রঘুনাথগঞ্জগামী ফরাক্কা রঘুনাথগঞ্জ রুটের একটি যাত্রীবাহী বাসকে একটি ট্রাক পাশ থেকে ধাক্কা মারলে বাসচালক সহ সাতজন যাত্রী অল্পবিস্তর জখম হন। চালক বাদে আর সকলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কারণ তাঁর অবস্থা আশংকাজনক। ট্রাক-চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিড়ি শ্রমিকদের প্রকাশ্য সভা

সম্মতিনগর, ১৯ জানুয়ারী—মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের দু'দিন ব্যাপী রঘুনাথগঞ্জ থানা সম্মেলন আজ এখানে শেষ হয়। গতকাল কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য ও চাঁদু মিঞা। আজ মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে বিড়ি শ্রমিকদের ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে সম্মতিনগর বাজারে প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বনিম্ন মজুরি ৫-৫০ টাকা, মহার্ঘ ভাতা নারী ও পুরুষের সমান মজুরি, ৮-৩৩% বোনাস, বিনা খরচে চিকিৎসা ও শিক্ষাদানের দাবিতে বক্তব্য রাখেন বিড়ি শ্রমিক নেতা জেরাত আলি। মারকস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির মুর্শিদাবাদ জেলা সাধারণ সম্পাদক সত্যনারায়ণ চন্দ্র শ্রমিকদের আন্দোলনে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

পুলিশের অত্যাচার

জরুর, ২০ জানুয়ারী—বেশ কিছুদিন থেকে রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর-জামুয়ার অঞ্চলে শুরু হয়েছে বীরভূম পুলিশের অত্যাচার। গ্রামের ভেতর থেকে বীরভূমের পুলিশ এসে প্রচুর পরিমাণে চাল ধান বে-আইনী-ভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

১৮৮।৭৩ অন্য

বাদী—ফজর আলি মণ্ডল

বিবাদী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিং

এতদ্দ্বারা কলাইমাটি মৌজার সর্ব্ব-সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বাদী থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন কলাইমাটি মৌজার C. S. ৯১ নং ও R S ৯০ নং খতিয়ানের ১১৮ নং দাগের ৩০ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে বিবাদীগণ যাহাতে উক্ত নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর শান্তিপূর্ণ দখলে কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে বা বাদীকে সেখান হইতে বেদখল করিতে না পারেন তন্মর্মে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করিয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১ অর্ডার ৮ রুল মতে কলাইমাটি গ্রাম-বাসীগণ পক্ষে মাতব্বর ফজর আলি বিশ্বাস, গাফ্‌ফার মণ্ডল ও দিল মহম্মদ মণ্ডলকে ১২।১৩।১৪ নং বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

অতএব উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ধার্য্য দিন ২৮।১।৭৫ তারিখে অত্র আদালতে বেলা ১০॥০ ঘটিকার সময় স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিল দ্বারা জবাবাদি দাখিল করিবেন তদন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে মোকর্দ্দমার শুনানী হইবে।

By Order of the Court
Sd/- B. Lala, Sheristadar,
1st Munsif's Court, Jangipur.

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

বাসোপযোগী জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় এ্যাডভোকেট বীরেন চৌধুরীর বাড়ীর সামনে বাস করার উপযুক্ত ১৯ কাঠা জমি বিক্রয় আছে। যোগাযোগের ঠিকানা : আরতি ব্রহ্ম, স্বামী মৃত সাকেতরঞ্জল ব্রহ্ম. ফাঁসিতলা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

শিক্ষক চাই

একজন বি, এস, সি, একজন বি-এ (শিক্ষণপ্রাপ্ত অগ্রগণ্য) এবং একজন এফ, এম শিক্ষক চাই। ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—
অরঙ্গাবাদ হাই মাদ্রাসা
২২।১।৭৫ (প্রস্তাবিত)
পোঃ দহরপাড়, মুর্শিদাবাদ

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

মদনগোপাল মেমানী
এণ্ড ব্রাদার্স
জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড
কমিশন এজেন্টস্
ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—১৬

—সকল প্রকার
ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

এ্যাসিডে পুড়ে

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ জানুয়ারী—আজ খিদিরপুরে সামান্য একটা গণ্ডগোলকে কেন্দ্র ক'রে ছাত্র পরিষদ (সুরেন ব্যানারজি রোড) নেতা কালু খাঁ এ্যাসিডে পুড়ে আহত হন। কেউ বলছেন, তাঁকে এ্যাসিড মারা হয়েছে, আবার কেউ বলছেন, গণ্ডগোলের সময় তিনি নিজেই এ্যাসিড নিয়ে যাচ্ছিলেন। তার থেকেই কিছুটা এ্যাসিড পড়ে গিয়ে তাঁর থাইয়ের কিছু অংশ পুড়ে যায়। এ খবর লেখা পর্যন্ত এই থানায় কোন অভিযোগ আসেনি।

আরও খবর—আরও চমক [১ম পৃষ্ঠার পর]

কানুপুর, আহিরণ ও বংশবাটী—এই আটটি অঞ্চল নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি কেন্দ্র হচ্ছে।

সাগরদীঘি বিধানসভা কেন্দ্র যদি সত্যি সত্যিই সাধারণ কেন্দ্র হয় এবং যদি আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ পুরসভাসহ নবগ্রামের কিছু অঞ্চল তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় তবে ওই কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস দল কাকে দাঁড় করাবেন তা নিয়ে জেলার কংগ্রেসী রাজনীতি বেশ চিন্তিত। জঙ্গিপুরের মত প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে সাগরদীঘিতেও নাম শোনা যাচ্ছে দু'জনের। তাঁদের একজন সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস, আর একজন জেলা যুব কংগ্রেসের দীপক রায়।

তবে সর্বশেষ যে খবর পাওয়া গিয়েছে, তা শুধু জঙ্গিপুরেই নয় সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় রীতিমত চমক সৃষ্টি করেছে। এক, আর-এস-পি'র শীষ মহম্মদ নাকি কংগ্রেসে যোগদান করছেন। এবং এ ব্যাপারে গোপনে কাগজপত্রও নাকি তৈরী হয়ে গিয়েছে। এখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হলেই হয়! স্থানীয় কংগ্রেসীরা এই খবরের সত্যতা স্বীকার করলেও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা তা অস্বীকার করেছেন। দুই, বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য যদি নির্বাচন হয়! তিন, নির্বাচনী প্রস্তুতি হিসেবে সি-পি-এম গোটা মুর্শিদাবাদ জেলাতে ৩ জন সদস্যকে বহিষ্কার এবং ১৩২ জনকে সাসপেনডের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই মধ্যে এক সি-পি-এম সদস্য কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। চার, এক প্রস্থ ভোটার তালিকা ২৪ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ছাপার জন্য এই সপ্তাহে জেলার ছাপাখানাগুলি থেকে টেনডার চাওয়া হয়েছে।

বিপ্লবী রামকুমার সেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

রামকুমার সেনের মহাপ্রয়াণের আট দিনের মাথায় ১৬ জানুয়ারী সন্ধ্যায় নাগরিক সমিতি আহূত এক স্মরণ সভায় সাধারণ ও বিভিন্ন মতাবলম্বী একাধিক বক্তার কণ্ঠে এই সমবেদনার সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় জঙ্গিপুর পুরভবনের দ্বিতল গৃহে। প্রবীণ শিক্ষক ও সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ বড়ালের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই স্মরণসভায় সমবেত হন দলমতনির্বিশেষে প্রায় শ'খানেক নাগরিক। সি-পি-এম, আর-এস-পি, কংগ্রেস, এস-ইউ-সি কারও মধ্যে ভেদাভেদ ছিল না। সকলে একই শতরঞ্জিতে পাশাপাশি বসে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁদের রামদা'কে, তাঁদের রাম কাকাকে, তাঁদের প্রিয় রামকে। এত সুন্দর মহামিলন সচরাচর দেখা যায় না।

পরলোকগত বিপ্লবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই দিন জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবে সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল ক'রে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বসন্ত রোগ দূরীকরণ সম্পর্কে
—এখুনি খবর দিন—

জ্বর! ★ গায়ে গুটি!! ★ বসন্ত!!!

টিকা নিন। বসন্ত দূর করুন॥ মনে রাখবেন প্রতিটি নূতন বসন্তের আবির্ভাবের (out break) খবরের জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। বিশেষ বিবরণের জন্য জেলা হেলথ্ অফিসে বসন্ত বিভাগে খোঁজ করুন।

ডাঃ এস, এন, সিনহা
(সি, এম, ও, এইচ)
মুর্শিদাবাদ

(জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রচারিত)

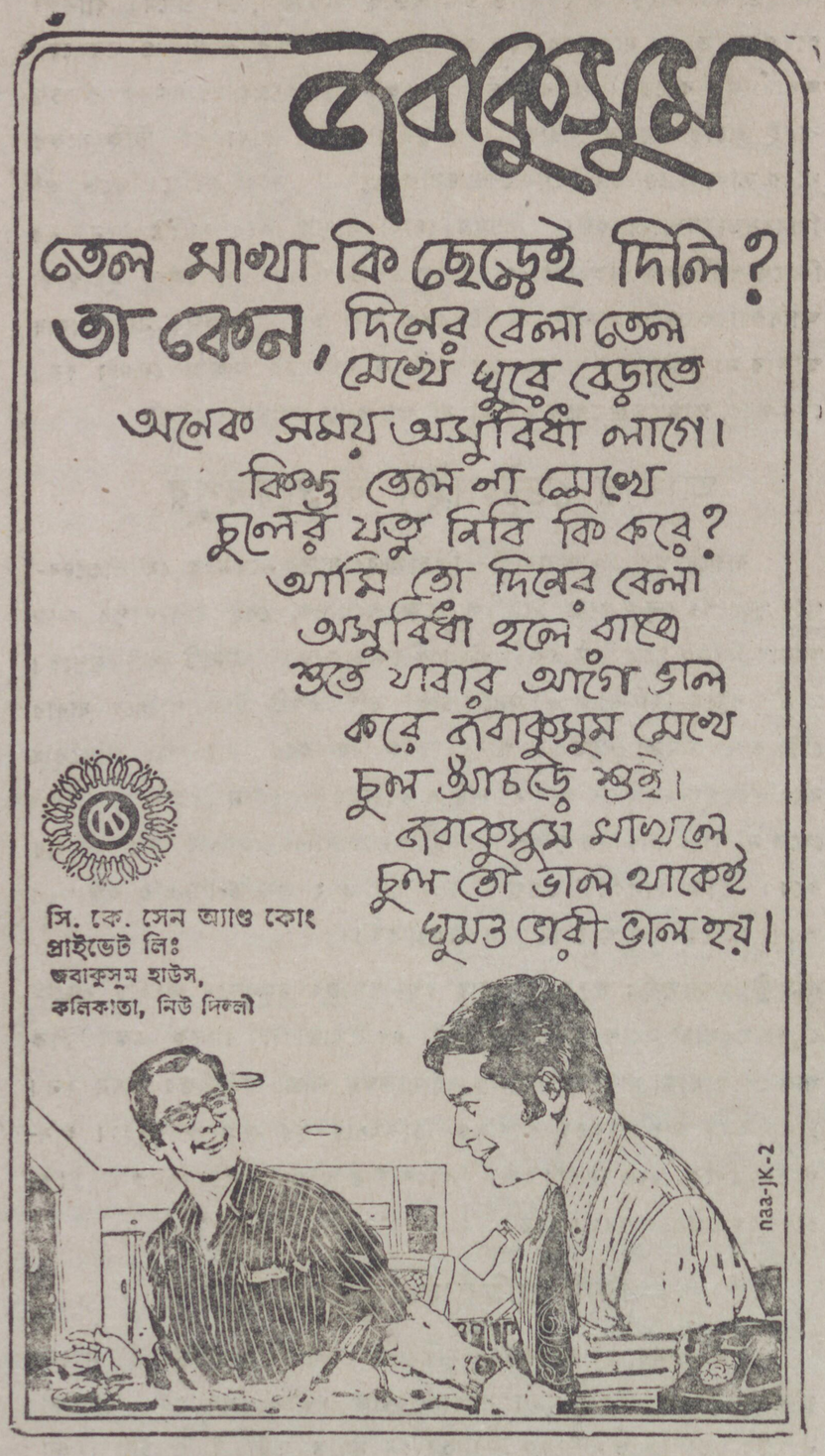

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭

—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—

★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি

বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ

পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)